১.৩. (ii) স্মৃতি প্রমা নয়

অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে 'জ্ঞানের' প্রকারভেদ প্রসঙ্গে বলেছেন, জ্ঞান দু-প্রকার—স্মৃতি ও অনুভব এবং 'তদ্বতি তৎপ্রকারকঃ'রূপে কেবল **অনুভবকেই** 'যথার্থ অনুভব' বা 'প্রমা' বলেছেন। স্পষ্টতই, অন্নংভট্টের মতে, স্মৃতি-জ্ঞান যথার্থ হলেও তা প্রমা নয়, কেননা স্মৃতি অনুভব নয়।

প্রথমত, অনুভব প্রমাণ-নির্ভর—প্রমাণের ব্যাপারের পরে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, ন্যায়দর্শনে তাকেই 'অনুভব' বলা হয়। **স্মৃতি প্রমাণ-নির্ভর নয়,** অর্থাৎ স্মৃতির ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি কোন প্রমাণের ওপর নির্ভর করতে হয় না। স্মৃতি হল পূর্বানুভবজনিত। পূর্বানুভবজনিত সংস্কার উদ্বুদ্ধ হলে তবেই স্মৃতি উৎপন্ন হয়। এজন্য স্মৃতিকে প্রমাণ-নির্ভর যথার্থ অনুভব বা প্রমারূপে গণ্য করা চলে না। স্মৃতিতে জ্ঞানত্ব থাকলেও এবং সেই জ্ঞান যথার্থ হলেও তাতে **অনুভবত্ব না থাকায়** স্মৃতি যথার্থ অনুভব বা প্রমা নয়।

দ্বিতীয়ত, ন্যায় মতে, যখন প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি, শাব্দবোধ প্রভৃতি জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ বা অনুব্যবসায় হয়, তখন যেমন পশ্যামি, অনুমিনোমি ইত্যাদি রূপে তার প্রকাশ হয়, তেমনি **'অনুভবামি'**রূপেও তার প্রকাশ হয়। উপরিউক্ত চারটি জ্ঞানের ক্ষেত্রেই—প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দবোধ এই চারটি জ্ঞানের ক্ষেত্রেই—'অনুভবত্ব' সাধারণভাবে উপস্থিত থাকে। **স্মৃতির ক্ষেত্রে 'অনুভবত্ব' থাকে না।** স্মৃতিরূপ মানসপ্রত্যক্ষ 'অনুভবামি'রূপে হয় না, তা হয় **'স্মরামি'** রূপে। এজন্য স্মৃতি অনুভব থেকে স্বতন্ত্র জ্ঞান। যথার্থ অনুভব প্রমা হওয়ায় স্মৃতি তাই প্রমা নয়।

তৃতীয়ত, স্মৃতিকে 'প্রমা'রূপে গণ্য করলে পূর্বানুভব বা **সংস্কারকে একটি স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে স্বীকার করতে হয়,** কেননা স্মৃতিজ্ঞান হল সংস্কারজন্য। কিন্তু নৈয়ায়িক মহর্ষি গৌতমের মতে প্রমাণ চারটি—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। সংস্কার বা পূর্বানুভব এই চারটি প্রমাণের কোনটিরই অন্তর্গত নয়। কাজেই, স্মৃতিকে প্রমারূপে গণ্য করতে হলে পূর্বানুভব বা সংস্কারকে একটি স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে—পঞ্চম প্রমাণরূপে—গণ্য করতে হয়, যা গৌতমের ন্যায়শাস্ত্র বিরোধী। কাজেই ন্যায়সম্মতভাবে স্মৃতিকে প্রমারূপে গণ্য করা চলে না। ক্ষেত্রবিশেষে স্মৃতি যথার্থজ্ঞানরূপে গ্রাহ্য হলেও তা অনুভব থেকে স্বতন্ত্র হওয়ায়, স্মৃতি প্রমা নয়। যথার্থ অনুভবই প্রমা।

Scanned with CamScanner